যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখঃ ০৩/১১/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ০৬)

বাংলার পল্লী নবান্ন উৎসবে মাতোয়ারা

নবান্ন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শস্য উৎসব। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন নবান্ন। এ দেশের কৃষিজীবী সমাজে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়, নবান্ন এর মধ্যে অন্যতম। 'নবান্ন' শব্দের অর্থ 'নতুন অন্ন'। হেমন্তে নতুন আমন ধান ঘরে তোলার সময় এই উৎসব পালন করা হয়। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অগ্র অর্থ 'প্রথম'। আর 'হায়ণ' অর্থ মাস। এ থেকে সহজে ধারণা করা হয়, এক সময় অগ্রহায়ণ মাসই ছিল বাংলা বছরের প্রথম মাস। হাজার বছরের পুরনো এই উৎসব সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী এবং সবচেয়ে প্রাচীনতম, যা বাঙালির সঙ্গে চিরবন্ধনযুক্ত।

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ মাস তথা হেমন্ত ঋতু আসে নতুন ফসলের সওগাত নিয়ে। কৃষককে উপহার দেয় সোনালি দিন। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো সোনালি ধানের সগৌরবেবুকে ধারণ করে হেসে ওঠে বাংলাদেশ। তাই বিপুল বিস্ময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গেয়ে ওঠেন 'ওমা ফাগুনে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।' হাসি ফোটে কৃষকের মুখেও; মাঠভরা সোনালি ফসল নতুন স্বপ্ন জাগায় চোখে। পল্লীকবি জসিম উদ্দীন হেমন্তে মাঠভরা ফসলের সম্ভারে মুগ্ধ হয়ে 'নক্সীকাঁথার মাঠ' কবিতায় বলেন, 'আশ্বিন গেল কার্তিক মাসে পাকিল ক্ষেতের ধান, সারা মাঠ ভরি গাহিছে যে যেন হলদি-কেটার গান। ধানে ধান লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়িছে বায়, কলমীলতার দোলন লেগেছে, হোসে কূল নাহি পায়।'

মূলত বাংলাদেশে নবান্ন উৎসব পালিত হয় আমন ধানের ফলন ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করে।

কারণ, এটিই ছিল একসময় নিশ্চিত ফসল। আমন ধান 'আগুনি ধান' বা 'হৈমন্তিক' ধান নামেও পরিচিত। আবহমান কাল থেকে এই ধানেই কৃষকের গোলা ভরে, যা দিয়ে কৃষক তার পরিবারের ভরণ-পোষণ, পিঠাপুলি ও অতিথেয়তাসহ সংসারের অন্যান্য খরচ মেটাত। এজন্যই হয়ত এই মৌসুমকে কেন্দ্র করে পালিত হয় নবান্ন উৎসব।

প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির জীবনে অগ্রহায়ণ কৃষকের নতুন বার্তা নিয়ে আগমন ঘটে। কৃষকের মাঠে তখন সোনারঙা ধানের ছড়াছড়ি। অগ্রহায়ণ এলেই কৃষকের মাঠজুড়ে আমন ধান কাটার ধুম পড়ে যায়। তাই তো কবি আহসাব তার নতুন ধান কবিতায় লিখেছেন 'কাস্তে হাতে চলছে কৃষক/মাঠে নতুন ধান/নতুন ধানের গন্ধে তাহার/ভরে উঠে প্রাণ।' কৃষক রাশি রাশি সোনার ধান কেটে নিয়ে আসে ঘরে। কৃষাণ-কৃষাণির প্রাণমন ভরে ওঠে এক অলৌকিক আনন্দে। এ সময় নতুন ধান ঘরে ওঠানোর কাজে ব্যস্ত থাকেন কৃষাণ-কৃষাণিরা। আর ধান

ঘরে উঠলে পিঠা-পায়েস খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। এ সময় কৃষাণিরা নতুন ধানের চাল থেকে ফিরনি, পায়েশ, পিঠা-পিটুলি তৈরি করে আত্মীয়স্বজন নিয়ে তা পরমানন্দে ভোগ করে এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। পাড়ায় পাড়ায় চলে নবান্ন উৎসব। ধান ভাঙার গান ভেসে বেড়ায় বাতাসে, ঢেঁকির তালে মুখর হয় বাড়ির আঙিনা। অবশ্য, যান্ত্রিকতার ছোঁয়ায় এখন আর ঢেঁকিতে ধান ভানার শব্দ খুবএকটা শোনা যায় না। অথচ খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, ঢেঁকিছাঁটা চাল দিয়েই হতো ভাত খাওয়া। এরপরও নতুন চালের ভাত নানা ব্যঞ্জনে মুখে দেওয়া হয় আনন্দঘন পরিবেশে। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে চলে খাওয়া-দাওয়ার ধুম।' নবান্ন উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালিয়ানার হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির নানা দিক। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি জাতি ধর্ম-বর্ণকে উপেক্ষা করে নবান্নকে কেন্দ্র করে উৎসবে মেতে ওঠে। একে অন্যের মধ্যে তৈরি হয় এক সামাজিক মেলবন্ধনের, গড়ে ওঠে পারস্পরিক সৌহার্দ্য।

হেমন্ত এলেই দিগন্তজোড়া ফসলের মাঠ ছেয়ে যায় হলুদ রঙে। এই শোভা দেখে কৃষকের মন আনন্দে নেচে ওঠে। নতুন ফসল ঘরে ওঠার আনন্দ। নতুন ধানের আগমণে কৃষকের ঘরে ঘরে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। তাই কবির বন্দনা 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ/আমরা গেঁথেছি শেফালী মালা/নবীন ধানের মঞ্জুরি দিয়ে/সাজিয়েছি ডালা।' জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় নতুন আমন ধানের আঘ্রাণে অগ্রহায়ণকে মাৎ করে দেওয়ার কথা উচ্চারিত হয়েছে এভাবে 'ঋতুর খাঞ্জা ভরিয়া এল কি ধরনীর সওগাত? নবীন ধানের আঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হল মাৎ'। নবান্ন হচ্ছে হেমন্তের প্রাণ।

আমাদের দেশে নবান্ন উৎসবে অঞ্চল ভেদে চলে জারি, সারি, মুর্শিদি, লালন, পালা ও বিচার গান। ছোটদের বাড়তি আনন্দ দিতে মেলায় আসে নাগরদোলা, পুতুল নাচ, সার্কাস, বায়োস্কোপ। তখন হয়ত মনে পড়ে যায় ফেলে আসা দূর অতীতের কথা, যেখানে মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন সবাই একসঙ্গে মিলে নবান্নের উৎসব উপভোগ করত।

নবান্ন উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। বিশ্বায়নের এই যুগে বাংলার ঐতিহ্যগুলো ক্রমেই হারিয়ে যেতে বসেছে। আজকের গ্রামবাংলার শিশুরা যেন স্বপ্নের মধ্যে নবান্নের উৎসবের ইতিকথা বাবা-মা, কিংবা দাদা-দাদির মুখে মুখে শোনে। অন্যদিকে খেলার মাঠের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ডিজিটাল যুগে খেলার জায়গা বলতে একচিলতে বারান্দা। শিশুদের খেলার মাঠের জায়গা দখল করে নিয়েছে ট্যাব, মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের ছোট্ট মনিটর। দুরন্ত শৈশবটাই যেন হারিয়ে যাচ্ছে তাদের। নগরায়ণ আর আধুনিকতার অজুহাতে বিলীন হচ্ছে সব ঐতিহ্য। তেমনি গ্রামীণ জনপদে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ আছে, কিন্তু কৃষকের ঘরে নেই নবান্নের আমেজ। এমন করে নীরবে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব কালের আবর্তে হারিয়ে যেতে বসেছে। বস্তুত নবান্ন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী উৎসব। নবান্ন এক অসাম্প্রদায়িক উৎসব। এই উৎসব বাঙালি জাতিকে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই নবান্ন উৎসবের গুরুত্ব অপরসীম।

সুদীর্ঘকাল থেকেই কৃষি আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই আমাদের বাঁচতে হলে 'কৃষি বিপ্লব' সফল করেই বাঁচতে হবে। প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বিস্ময়কর ও অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে কৃষি খাত থেকে। তাই বলতে হয়-কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে, দেশ বাঁচলে আমরা পরিজন-পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারব।

ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। এ দেশে বছরের বিভিন্ন মৌসুমে আউশ, রোপা আমন, বোরো ও বোনা আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে। ধানকে এ দেশের জাতীয় সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্যালরির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই আসে ভাত থেকে। তাই খাদ্য বলতে আমরা প্রধানত ভাতকেই বুঝে থাকি। বস্তুত ভাতের সঙ্গে রয়েছে আমাদের নাড়ির টান। এ দেশের আবাদি জমির শতকরা ৭৫-৮০ ভাগই ধানের চাষ হয়ে থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশের কৃষি আজ হুমকির মুখে। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করে কৃষক যদি তার ক্ষেতে সোনালি ফসলের মধুর হাসি দেখতে চান, তবেতাকে করতে হবে কঠোর পরিশ্রম এবং প্রয়োগ করতে হবে সঠিক ও উন্নত প্রযুক্তি। বর্তমান পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া কৃষিকাজেও প্রভাব ফেলছে, যা আমাদের জন্য সুখবর।

'নতুন ধানে, নতুন প্রাণে' বাঙালির ঘর ভরে উঠুক নবান্নের উৎসবে'। সবার মনপ্রাণের সেই কথা আবারও বলতে ইচ্ছা করছে। 'গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, গোলা ভরা ধান।' আমরা জানি না উল্লিখিত বাক্যগুলোর বাস্তবঅর্থে ফিরে আসতে পারবকিনা। তবে বাংলার ওই ঐতিহ্য রক্ষায় আমরা যদি এগিয়ে আসি, কিছুটা হলেও ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারব। 'মাস্ক ব্যবহার করুন, সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।' সবার অনাগত দিনগুলো নবান্ন উৎসবেমুখরিত হয়ে আগামীর পথে চলবআমরা।

শতদল বড়ুয়া
চট্টগ্রাম

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ০৩/১১/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ১০)

রাজশাহীর তানোর ও নওগাঁর সালথায় চলছে আমন ধান কাটার উৎসব -যাযাদি

মাঠজুড়ে কৃষকের সোনালি স্বপ্নের ছড়াছড়ি

■ স্বদেশ ডেস্ক

পাকা আমন ধানের সোনালি রঙে সেজেছে কৃষকের ফসলি মাঠ। যতদূর চোখ যায় শুধু পাকা ধানের সোনালি রূপ দেখা যায়। গ্রামগঞ্জে চলছে এখন ধান কাটার উৎসব। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্ট-

তানোর (রাজশাহী) থেকে আমাদের প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান মিঠু জানিয়েছেন, রাজশাহীসহ বরেন্দ্রের মাঠগুলোতে যতদূর চোখ যায়, চারদিকে সোনালী ফসলের সমারোহ। বরেন্দ্র অঞ্চল যেন সোনালী রঙে সেজেছে। সবুজপাতার ফাঁকে ফাঁকে দুলছে কৃষকের সোনালী স্বপ্ন। নতুন ধানের ঘ্রাণে ভরে উঠছে কৃষকের মনপ্রাণ। সেই সঙ্গে রঙিন হয়ে উঠছে প্রান্তিক কৃষকের স্বপ্ন। মাঠজুড়ে এখন সোনালী স্বপ্নের ছড়াছড়ি।

চলতি বছর বর্ষার আগেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। অগ্রিম বৃষ্টি পেয়ে আমন চাষে মাঠে নেমে পড়েছিলেন কৃষকরা। তাই এবার একটু আগাম ধান ঘরে উঠবে কৃষকের। চলতি কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে বরেন্দ্র অঞ্চলের অল্প পরিসরে সোনার ধান কাটা শুরু করছেন। অগ্রহায়ণ মাস পড়লেই পুরোদমে আমন কাটা-মাড়াই শুরু করবেন বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকরা।

এর আগে আমন রোপণের শুরু থেকেই নানা রোগবালাই ও ইঁদুরের অত্যাচারে কৃষকদের কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে। অবশেষে সবপ্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠেছেন তারা। এখন ফলন ভালো হবে- এমন স্বপ্ন নিয়ে নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছেন এই অঞ্চলের চাষিরা।

মাঠপর্যায়ের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তারা জানান, চলতি বছর আবহাওয়া অনুকূল থাকায় অন্যসববছরের চেয়ে চলতি বছর আমন ধান ভালো হয়েছে। এই অঞ্চলে এক শতক জমিও ফাঁকা নেই। আমনের শুরু থেকে ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় এবার প্রকৃতিগতভাবেচাষিদের সেচের সবচাহিদা মিটেছে। প্রচুর পরিমাণে ধান চাষ হয়েছে। রাজশাহীসহ উত্তরাঞ্চলে সর্বই এখন আমনে পাক ধরে সোনালী রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। আর মাত্র ১৩ দিন পরই অগ্রায়ণ মাস পড়বে। তখন পুরোদমে আমন কাটা-মাড়ায়ের ধুম পড়ে যাবে। এতে দেশে খাদ্য ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবেবলে আশা করা হচ্ছে।

বরেন্দ্রের কৃষকরা জানান, পুরো মাঠ এখন সোনালী রঙে সেজেছে। মাঠে গেলে বাতাসের দোলে সোনালী ধানের সুগন্ধীতে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে। অন্য যে কোনো বছরের চেয়ে চলতি বছর ধানের মাথা ভালো আছে। তাই বাম্পার ফলন হবেবলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে বাজারে ভালো দামও আছে।

রাজশাহী জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে তথ্য মতে, চলতি মৌসুমে রাজশাহী জেলায় আমনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭০ হাজার ২২৯ হেক্টর জমিতে। চাষাবাদ হয়েছে ৭৩ হাজার ৫২৩ হেক্টর জমিতে। এ ছাড়াও রাজশাহী অঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় আমন চাষাবাদ হয়েছে আরও চার লাখ ১০ হাজার হেক্টরের ওপর।

বরেন্দ্র ভূমি রাজশাহী অঞ্চলের চার জেলায় চার লাখ সাত হাজার ৩৫৯ হেক্টর জমি থেকে ১৩ লাখ ১৮ হাজার ৫৯৮ টন আমন ফলনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। কৃষি বিভাগ সূত্রে আরও জানা গেছে, দেশের মধ্যে সর্বাধিক এক লাখ ৯৫ হাজার ৭৮ হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে উত্তরের নওগাঁ জেলায়। দেশের শস্যভাণ্ডার-খ্যাত লালমাটির বরেন্দ্র ভূমির নওগাঁ জেলাতেই এবার সর্বোচ্চ ছয় লাখ ৫৬৯ টন আমন ধান পাওয়া আশা কৃষি বিভাগের।

এদিকে রাজশাহীর বরেন্দ্র ভূমি তানোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা ঝিলিম নাচোল, নওগাঁর নিয়ামতপুর এলাকার গত কয়েকদিনে ঘুরে দেখা গেছে, সবুজপাতার ফাঁকে ফাঁকে সোনালী শিষ উঁকি দিচ্ছে। কোনো কোনো মাঠ পুরোটাই সোনালী রঙ ধরেছে।

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার চানন্দালায় গ্রামের আদর্শ কৃষক মানিক জানান, চলতি মৌসুমে ২০ বিঘা জমিতে লাল স্বর্ণা জাতের ধান চাষাবাদ করেছেন। বর্তমানে তার ক্ষেতের ধান পাক ধরেছে। শনিবার হতে ধান কাটা শুরু হয়েছে।

- আমন ধান কাটার উৎসবশুরু
- বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা
- দেশে খাদ্য ঘাটতি পূরণে সহায়ক বলে আশা

তানোর উপজেলার পাঁচন্দর গ্রামের কৃষক মনসুর রহমান জানান, চলতি মৌসুমে তিন বিঘায় আমন চাষাবাদ করেছেন। আমনের মাঝামাঝি সময় পোকা ও ইঁদুরের অত্যাচার ছিল। তবুও সমস্যা নেই, কারণ অন্যসব বছরের চেয়ে এবার আমন ধানের শিষ ভালো আছে।

তানোর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল্লাহ আহম্মেদ জানান, আমনের শুরু থেকেই চলতি বছর ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ায় বরেন্দ্র ভূমির উঁচু-নিচু এক শতকও জমি ফাঁকা নেই বরেন্দ্র অঞ্চলে। আমন চাষাবাদে কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। এবার বরেন্দ্রের মাঠে পানিসাশ্রয়ী ও উচ্চ ফলনশীল অনেক জাতের ধান চাষ হয়েছে। এখন ধান পাকতে শুরু করেছে। কিছু কৃষক অল্প পরিসরে ধান কাটা শুরুও করেছেন। অন্য যে কোনো বছরের চেয়ে এবার ফলন বেশি।

সালথা (ফরিদপুর) থেকে আবু নাসের হুসাইন জানান, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ নিয়ে হেমন্ত ঋতু। কার্তিকের আধাআধিতে ফরিদপুরের সালথায় আমন ধান কাটা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন কৃষকরা। গ্রামগঞ্জে চলছে এখন ধান কাটার উৎসব। নতুন ধান ঘরে উঠাতে ব্যস্ত রয়েছে কৃষকরা। পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয়েছে নবান্ন উৎসব। মূলত নতুন ধান কাটা আর সেই সঙ্গে প্রথম ধানের অন্ন খাওয়াকে কেন্দ্র করে পালিত হয় এই উৎসব। নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি করা হয় পিঠা, পায়েস, ক্ষীর, মুড়িসহ হরেক রকমের খাবার।

জানা যায়, উপজেলাজুড়ে ক্ষেত থেকে প্রায় প্রতিদিন ধান কাটা হচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যে সেগুলো ঘরে তোলার পর তাদের উৎসব শুরু হবে। তাই আনন্দে ভাসছে তারা। কৃষকরা ধান কেটে বাড়ি আনার পর কৃষাণিরা সেটা পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে ঘরে তোলায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। এই ধান দিয়ে নবান্নের পিঠা তৈরির জন্য ঘরে ঘরে চালের গুঁড়া তৈরি হবে। মেয়ে জামাই, আত্মীয়স্বজন আর পাড়া প্রতিবেশীকে খাওয়াতে নানা ধরনের পিঠা, পায়েস তৈরি করা হবে। এরপর ঘরে ঘরে শুরু হবেনবান্ন উৎসব।

উপজেলার কৃষকরা জানান, এ বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ক্ষেতে ধান খুব ভালো হয়েছে। বপনকৃত আমন ধান আগেই কাটা শুরু হয়। এখন রোপণকৃত ধান কাটা পুরোদমে শুরু হয়েছে। ধানের ফলন খুব ভালো হচ্ছে। প্রতিটি এলাকায় চলছে উৎসবের আমেজ।

উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার সুদীপ বিশ্বাস বলেন, এ বছর উপজেলায় ১২ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আমন ধানের আবাদ হয়েছে। ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৫৫ হাজার মে. টন। বর্তমানে চারদিকে চলছে ধান কাটা ও ঘরে তোলার উৎসব। ধানের ফলন দেখে কৃষকের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

পার্বতীপুর (দিনাজপুর) থেকে এম এ আলম বাবলু জানান, কাকডাকা ভোর আর গোধূলি লগ্নের ঘন কুয়াশা জানান দিচ্ছে শীতের আগমন বার্তা। এর মাঝে বেড়ে ওঠা রোপা-আমনের শিষ মৃদ বাতাসে দুলছে। সেই সঙ্গে দুলছে কৃষকের মন। এগুলো দেখে স্বপ্নের জাল বুনছেন কৃষক। এক বুক আশা নিয়ে ভাবছেন বাম্পার ফলনের কথা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় যথাসময় রোপণকৃত রোপা আমনের গাছগুলো এখন সবুজের সমারোহ ছড়াচ্ছে। সবুজের সমারোহ দেখে বাম্পার ফলনের আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন পার্বতীপুর উপজেলার কৃষক। দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় ইতোমধ্যে আগাম জাতের ধান কাটা শেষ হয়েছে।

উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি রোপা আমন মৌসুমে পার্বতীপুরে রোপা আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৮ হাজার ৮৮২ হেক্টর জমিতে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় কৃষকরা যথাসময় চারা রোপণ করতে শুরু করেছেন এবং লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে রোপা আমনের আবাদ করা হয়েছে। আবাদও হয়েছে বেশ ভালো। সব মিলিয়ে এবার বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে।

পার্বতীপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রাজিব হুসাইন বলেন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় চলতি রোপা আমন মৌসুমে যথাসময় চারা রোপণ করায় এবং বর্তমানে ধানের অবস্থা দেখে ভালো উৎপাদন হবেবলে আশা করা হচ্ছে। এ ছাড়াও কৃষি বিভাগ থেকে কৃষকদের নানা ধরনের সহযোগিতা ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ০২/১১/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ০৪)

নবান্নের ধান কাটা চলছে

হেমন্তের নবান্নে চলছে এখন কৃষকের সোনালী ধান কাটার ধুম। প্রকৃতির কুয়াশায় সিক্ত হচ্ছেন কৃষক। প্রকৃতির এ পাওয়াই যেন কৃষকের অনেক কিছু। শরতের শেষে হেমন্তের কুয়াশা যেন মিষ্টি মাখা সোনালি রোদের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। ঘাসের ডগায় রোদের আভা সোনালি রং ধারণ করে প্রকৃতির রূপছন্দকে মাতোয়ারা করে তুলছে। ঋতু রানী হেমন্তের আগমনীতে জেগে উঠতে থাকে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা। দীর্ঘ ঘুমের বিরতির পর যেন প্রকৃতি তার আপন ছন্দে ফিরে আসে। বর্ষার কালো মেঘের ঘনঘটার তীর্যক হাসি শেষে আসে শরত। আকাশে থাকে মেঘের উড়াউড়ি। নির্মল পরিচ্ছনতায় ভরপুর থাকে শরত। কিন্তু প্রকৃতি এখন ভিন্ন রূপে দেখা দিচ্ছে। বর্ষায় থাকে না বৃষ্টির ঝুম ঝুম শব্দ। তা এখন প্রকৃতিকে ধরা দিচ্ছে শরতে। পুরো শরত জুড়েই আকাশে ছিল কালো মেঘের ফোয়ারা। সে মেঘের বর্ষনে জনপদে ডেকে এনেছে জলের মহা স্রোত। তাতেই ভেসে যেতে হয়েছে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদের বাহার। শরত শেষে হেমন্তের শীর শীর বাতাসের বুনো শব্দ যেন অধরাই থেকে যাচ্ছে। অনুভূত হচ্ছে শীতের আগমনী। কখনো শীত আবার কখনো রোদের মিষ্টি মধুরতা প্রকৃতিতে ধরা দিচ্ছে। প্রকৃতির এ আপন খেয়ালিপনা জীববৈচিত্র্যের জন্য পীড়াদায়ক হিসেবে দেখা দিচ্ছে। হেমন্ত কৃষকের জন্য সোনার হাসি বয়ে আনে। মাঠ জোড়া দিগন্তের শেষ সীমা পর্যন্ত সোনারঙা ধানের সোনালি হাসির ঝিলিক বয়ে যাচ্ছে। কৃষক জমি থেকে পাকা ধান কেটে বাহারি আটি সাজিয়ে আঙিনায় রাখছে। সে আটি মনের মাধুরী মিশিয়ে কৃষানি আপন মনে যত্ন করছেন। এ সময় কৃষান-কৃষানির কর্মব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় প্রকৃতি বিরল দৃশ্য ধারণ করে থাকে। ধানের ম ম গন্ধ বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

জোছনার আলো আঁধারী খেলায় চলে ধান মাড়ানোর কাজ। হেমন্তের ছটা কৃষকের বাড়ি বাড়িতে উৎসবের আমেজ বয়ে যায়। ধানের উৎসবে মাতোয়ারা থাকে কৃষক-কৃষানি। ধান মাড়াইয়ের পর একটু যেন ফুসরত মেলে কৃষকের মহা ব্যস্ততার। সেই কবেই ধান বপন করেছিলেন। তাতে কত যত্ন-আত্তি করতে হয়েছে। অনেক খাটা খাটুনির পরই জমিতে সেনালি ধান দোল খেতে শুরু করে।

নতুন ধান ওঠার পরই শুরু হয়ে যায় ঢেঁকি পাড়িয়ে পিঠাপুলির উৎসব। গ্রামীণ জনপদে হেমন্ত যেনই এসেছে অনবদ্য শান্তির পরশ বুলিয়ে দিতে। এ ঋতুতে নেই কোনো জলের মহা স্রোত। আকাশজুড়ে নেই মেঘের ঘনঘটা। সকালের হালকা কুয়াশা এবং মিষ্টি রোদের খেলাতেই পুরোটা দিন পার হয়ে যায়। হেমন্তের জোছনালোকে ফোটে ফুল কামিনী, শিউলি, গন্ধরাজ, মল্লিকা, হিমঝুরি, ছাতিম এবং বকফুল। ফুলের ঘ্রানে জোছনার রাত যেন মিষ্টি সুবাসে ভর ওঠে। হেমন্ত ঋতুতেই আবার শীতের প্রস্তুতি শুরু হয়। গ্রামে গ্রামে হালকা শীতের চাদরে গাছিরা তাদের বিরাট ছেন দা সান দেওয়ার জন্য বালিকাচা তৈরি করেন। পড়ন্ত বিকালে চলে খেজুর গাছ কাটার ছেন দা ধারানোর কাজ। দীর্ঘ এক বছর বাঁশের খোড়লে ঘুমিয়ে থাকার পর এখন আবার ছেন দা চকচক করে উঠবে। গাছিরা খেজুরের রস সংগ্রহের জন্য গাছের বাকল পরিষ্কার করে রাখবেন। যাতে শীতের শুরুতে গাছে হাঁড়ি পাততে পারেন। গ্রামের উঠতি বালকরাও বসে নেই। তারা ঘটি-ঘটা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকেন। রাত থেকে সকাল পর্যন্ত গাছিরা রস সংগ্রহ করে থাকেন। তবে দিনের বেলায় যে রস ঝড়ে পড়ে তা ছোট ছোট বালকরা সংগ্রহ করে থাকেন। তাকে বলে হয় ঝড়ার রস। তা জাল দিয়ে গ্রামের বালকরা পয়সা জুটিয়ে মেলায় গিয়ে হরেক রকম পসরা কিনে থাকে। তাই হেমন্ত এবং শীতের সাদা কুয়াশা ভেদ করে প্রকৃতি দু'হাত ভরে তার রসনা মানুষকে বিলিয়ে দেন। এমন দিনে রসের পায়েস স্বাদে জিভে জল এনে দেয়। হেমন্ত কার্তিকেই শুরু। কার্তিক আর অগ্রহায়ণ নিয়ে পুরো দু'মাস চলবে হেমন্তের পাগলপারা রূপলাবণ্য। চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে নবান্নের ম ম ঘ্রাণ। কার্তিকের সোনা ভরা ধানে কৃষকের গোলা ভরে উঠবে। শীতের হিম হিম ভাব যেন শীত প্রবাহের জানান দেবে। কুয়াশা ভেজা শিশিরে ঘাসের ডগায় যেন যৈবতী কন্যার নাক ফুলের হীরে। শিশিরে ঘাসের ওপর সোনা ভরা রোদ। তাতে প্রকৃতির অপরূপ মনোলোভা শোভা বিরাজিত। মাঠে মাঠে তাই সোনা ধানের হাসির ঝিলিক ফুটে উঠেছে। এমনও প্রাণ-প্রকৃতির ঋতুরানী আগমন চারদিকে কৃষান-কৃষানির ব্যস্ততা অনেক বেড়ে যায়। মাঠ-ঘাটে সোনাভরা ধানের খড়কুটো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। গোয়ালের গরুর জন্য ধানের খড় গোল দেওয়ার পালা শুরু হয় তখন। যা সারা বছরের গরুর খাবার। গ্রামীণ জনপদ তাই প্রকৃতির মায়া-মমতায় যেন সিক্ত হয়। আর তা দেখেই বলে দেওয়া যায় ঋতুরানীর রূপের ছটায় প্রকৃতির উদোস দুপুরে কেন ঘুঘু ডেকে চলছে।

অলিউর রহমান ফিরোজ
রিকাবীবাজার, মুন্সীগঞ্জ